**বেগম রোকেয়া দিবস ও বেগম রোকেয়া পদক-২০১৮ বিতরণ অনুষ্ঠান**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ৯ ডিসেম্বর ২০১৮**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

পদকপ্রাপ্ত সুধীজন,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসলামু আলাইকুম।

বেগম রাকেয়া দিবস ও বেগম রোকেয়া পদক-২০১৮ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নারী ও সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যাঁরা এ বছর ‘বেগম রোকেয়া পদক’ পেয়েছেন তাঁদের জানাচ্ছি অভিনন্দন।

ডিসেম্বর, আমাদের বিজয়ের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত, সত্যিকারের প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। বেগম রোকেয়ার আদর্শ, সাহস এবং কর্মময় জীবন নারীসমাজের অন্তহীন প্রেরণার উৎস। কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির অন্ধকার থেকে বাঙালি নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের পাশাপাশি নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেন। তিনি ১৯৭২ সালে সংবিধানে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন। এ কাজে তাঁকে সর্বাঙ্গীন সহায়তা করেন আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ কোটা চালু করেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করতে আমরা যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমরা নারীসমাজের উন্নয়নে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উপবৃত্তি চালু করেছি। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছি। বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছি। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে নারী শিক্ষার হার। প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার শতভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমরা নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করে জাতীয় বাজেটকে শতভাগ জেন্ডার সংবেদনশীল করতে কাজ করছি। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট নারী উন্নয়নে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৪২ কোটি টাকার জেন্ডার বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিশুদের কল্যাণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য সেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তারাও কাজ করছেন।

সুধিবৃন্দ,

নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হোক- এটাই ছিল বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ আজ বাংলাদেশ। রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চ পর্যায়, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং খেলাধুলাসহ পেশাভিত্তিক সকল স্তরে আজ নারীদের গর্বিত পদচারণা। এভারেস্ট বিজয় থেকে শুরু করে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মকান্ডে নারীরা সাফল্যের সঙ্গে ভূমিকা রাখছেন। অর্জন করছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা।

নারী উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা জাতিসংঘের ‘প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’ এবং গ্লোবাল পার্টনারশীপ ফোরাম প্রদত্ত ‘এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছি। নারী ও কন্যাশিশুর সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো আমাকে ‘শান্তিবৃক্ষ’ স্মারক পুরস্কারে ভূষিত করেছে। আমরা পেয়েছি গ্লোবাল ওমেন লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড। আজকের বিশ্বে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে নারী উন্নয়নের রোল মডেল।

আজকের দিনে আমার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার কথা মনে পড়ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপে জাতির পিতাকে, মুক্তিযোদ্ধাদের, নেতা-কর্মীদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। আমার মা যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অনেক বীরাঙ্গনাকে নিজের গহনা খুলে তাদের বিয়ে দিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন।

সুধিবৃন্দ,

নারী উন্নয়নে গৃহীত আমাদের সরকারের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য -

* জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি।
* নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন।
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫।
* পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
* পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩।
* মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৬ মাসে বর্ধিত করা হয়েছে।
* সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
* সংসদে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০ করা হয়েছে।
* ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভায় সংরক্ষিত নারী আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীত করেছি।
* যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৫ প্রণয়ন করা হচ্ছে।
* মহিলা উদ্যোক্তারা কম সুদে ঋণ পাচ্ছেন।
* দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করছে।
* ভিজিডি উপকারভোগী ৬৩ লাখ ৫০ হাজার মহিলাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আয়বর্ধক ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে আড়াই লাখ ল্যাকটেটিং মা ও ৭ লাখ গর্ভবতী দরিদ্র মায়ের ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৮০০ টাকা করা হয়েছে।
* ‘নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল’ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজ্‌ড ভায়োলেন্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
* ‘তথ্য আপা’ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে ।
* ‘আমার ইন্টারনেট আমার আয়’ কর্মসূচির মাধ্যমে ঘরে বসেই নারীরা উপার্জন করছেন।
* আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টোরাল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছি।
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক সহায়তায় মোবাইল অ্যাপ ‘জয়’ চালু হয়েছে।
* ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ চালু করা হয়েছে ।
* পোশাকশিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ৩ দফা বাড়িয়ে বর্তমানে পোশাক শ্রমিকদের বেতন ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে।
* আমরা কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল করে দিচ্ছি।
* কর্মজীবী মায়েদের শিশু সন্তানদের জন্য দিবাকালীন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৩টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৬০টি ডে-কেয়ার অচিরেই স্থাপন করা হবে।
* ৪ হাজার ৮৮৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপনের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীকে বিভিন্ন সৃজনশীল, গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এতে ২,৯৪৬ জন নারী উদ্যোক্তার কর্মসংস্থান হবে।
* আমরা উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প হাতে নিয়েছি।
* ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২ লাখ ১৭ হাজার ৪৪০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
* আমরা বিভিন্ন আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছি।

সুধিমন্ডলী,

রংপুরের পায়রাবন্দ জমিদার পরিবারে ১৮৮০ সালে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তখন নারীশিক্ষা বলতে কেবল অক্ষরজ্ঞানই বুঝাত। সমাজ ছিল পশ্চাদমুখী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কূপমন্ডুকতাপূর্ণ এবং নারী প্রগতির ঘোর বিরোধী।

বেগম রোকেয়া পিতৃগৃহের আড়ালে বিদ্যা চর্চা শুরু করলেও পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বেগম রোকেয়া’র বিয়ে হয়। নারী অগ্রগতির লড়াইয়ে সময় দেওয়ায় জন্য নিজের মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। নারীসমাজকে জাগিয়ে তুলতে তিনি পুরুষের নিন্দা করেন নি। বরং তিনি বলেন - ‘পুরুষের সক্ষমতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।‘ তাঁর এই উদাত্ত আহ্বান আজ বৃথা যায়নি। বাংলাদেশের নারীরা আজ কর্মমুখী। নারীরা সাবলম্বী হচ্ছেন।

বেগম রোকেয়ার জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এ দেশের নারীসমাজ আরও সামনে এগিয়ে যাবেন বলে আমি আশা করি। নারী জাগরণের এ অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা গড়ে তুলব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার একটানা ১০ বছর সরকার পরিচালনায় আছে বলেই উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান হয়েছে। উন্নয়নের সুফল জনগণ পাচ্ছেন। বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৪১.৬ হতে বর্তমানে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে । মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলার। গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭২ বছরের উপরে। প্রবৃদ্ধি বর্তমানে ৭.৮৬ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ২০ হাজার ৪৩০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেলের কাজ পুরোদমে চলছে। আমরা সমুদ্রসীমা ও স্থলসীমান্ত বিরোধ মীমাংসা করেছি। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে। এজন্য নারী-পুরুষ সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাই যে যেখানে আছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করুন। নিজেদের মেধা, মনন আর স্বকীয়তাকে কাজে লাগিয়ে শুধু সংসার, সমাজ নয়, দেশ ও জাতির বৃহত্তর উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করুন।

সবশেষে জাতির পিতার একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন “আমি যখন মানুষ বলি, তখন বলি আমি আমার পুরুষ-মেয়ে সবকে নিয়ে বলি”। আসুন, আমরা নারী-পুরুষ সকলে মিলে একটি টেকসই শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি- এটাই হোক বেগম রোকেয়া দিবসের অঙ্গীকার। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...